দুটি কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ

অর্থ : এবং যারা ঈমান এনেছে, তারা শুধু আল্লাহ্কেই সুদৃঢ়ভাবে ভালবাসে। (সূরা আল বাকারা : ১৬৫)

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী যারা ঈমানদার তাদের ভালবাসা হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যই। তাদের আত্মিক সংযোগ। তাদের মর্যাদাদান ও একনিষ্ঠতা হবে তাঁরই জন্য যিনি আহকামুল হাকিমীন, সব সৌন্দর্য, কল্যাণ ও পুণ্যতার সৃষ্টিকর্তা। তাদের অন্তর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মাহাত্ম্য ও তৌহিদ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। তাই তারা কারো কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থী হবে না, কারো কাছে মাথা নত করবে না এবং এই পবিত্র সত্তার সাথে তারা কোন অংশী স্থাপন করবে না। তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ তারা বিনা দ্বিধায় পালন করে চলবে। আর এমনিভাবেই তারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় পাত্রে পরিণত হবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি একজন মু'মিনের এ ধরনের প্রগাঢ় ভালবাসা ও প্রেম বাস্তবে দেখা যায় না। বান্দাহর ঈমানী এই দুর্বলতা লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই কুরআনুল কারীমে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি কাদেরকে ভালবাসেন। তাঁর ভালবাসায় সিক্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কারা!

উল্লেখ্য যে, একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড় অর্জন, বড় পাওয়া হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই ভালবাসা। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি তার ভালবাসার পাত্রকে প্রিয় বানিয়ে নেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– "আমার বান্দাহ সবসময় নফল ইবাদাত দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে

সূচিপত্র

১। মুহসিন (اَلْمُحْسِنُ) উত্তমরূপে ইবাদাতকারী ৯

ইহ্সানের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব ৯

মানব জীবনে ইহ্সানের গুরুত্ব ১১

২। মুত্তাকী (اَلْمُتَّقِي) তাক্ওয়া অবলম্বনকারী ১৬

তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৭

আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন ১৮

তাকওয়ার পুরস্কার ১৯

৩। মুতাওয়াক্কীল (اَلْمُتَوَكِّلُ) আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ২১

তাওয়াক্কুলের পুরস্কার ২২

নবী-রাসূলগণের তাওয়াক্কুল ২৪

হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর তাওয়াক্কুল ২৪

মহানাবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তাওয়াক্কুল ২৪

হযরত ইউসুফ (আ:) এর তাওয়াক্কুল ২৫

হযরত মূসা (আ:) এর তাওয়াক্কুল ২৬

৪। 'সাবির' (اَلصَّابِرُ) ধৈর্যশীল ২৯

'সবর' এর অর্থ ২৯

সবরের প্রকারভেদ ২৯

সবরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ৩১

সবর অবলম্বনকারীদের পুরস্কার ৩২

নবী-রাসূলগণের সবর ৩৪

হযরত আইউব (আ:) এর সবর ৩৪

হযরত ইউসুফ (আ:) এর 'সবর' ৩৪

হযরত ইয়াকুব (আ:) এর ধৈর্য (সবর) ৩৫

হযরত ইউনুস (আ:) এর সবর ৩৫

হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর সবর ৩৬

শয়তানের প্ররোচনা ও 'সবর' ৩৬

সবরের গুণাবলি অর্জনের উপায় ৩৭

৫। তাওয়াব ঃ (اَلتَّوَّابُ) তাওবাকারী ৩৯
তাওবার অর্থ ও গুরুত্ব ৩৯
তাওবার তাৎপর্য ৪১
তাওবা বনাম ইস্তিগফার ৪২
আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি ৪৩
সায়্যিদুল ইস্তিগফার (সেরা ইস্তিগফার) ৪৪
ইস্তিগফারের ফাযীলাত ৪৪
ইস্তিগফারের ফলাফল ৪৫
ইস্তিগফার সংক্রান্ত বাস্তব ঘটনা ৪৫
তাওবার উপযুক্ত সময় ৪৬
নবী-রাসূলগণের তাওবা ৪৮
হযরত আদম (আ:) এর তাওবা ৪৮
হযরত ইউনুস (আ:) এর তাওবা ৪৮
সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর তাওবা ৪৯
বারবার তাওবাকারী মুমিনদের আল্লাহ্‌ ভালবাসেন ৫০

৬। মুতাতাহ্‌হির (اَلْمُتَطَهِّرُ) পবিত্রতা অর্জনকারী ৫০
তাহারাতের সংজ্ঞা ৫১
তাহারাতের প্রকারভেদ ৫২
তাহারাতের উপকারিতা ও ফাযীলাত ৫৬

৭। মুকসিত (مُقْسِطٌ) (ন্যায় বিচারকারী) ৫৮
ন্যায় বিচারের গুরুত্ব ৬১

৮। মুজাহিদ (مُجَاهِدٌ) আল্লাহর পথে জিহাদকারী ৬৩
জিহাদের সংজ্ঞা ৬৩
জিহাদের প্রকারভেদ ৬৩
জিহাদের গুরুত্ব ও ফাযীলাত ৬৫
জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ৭১
জিহাদের পুরস্কার ৭২

১। মুহ্সিন (اَلْمُحْسِنُ) উত্তমরূপে ইবাদাতকারী

১। মুহ্সিন ব্যক্তি ঃ ইহ্সানকারী ব্যক্তিকে মুহসিন বলা হয়। পবিত্র কুরআনের পাঁচটি জায়গায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইহ্সানকারীকে ভালবাসেন বলে উল্লেখ করেছেন। এত বেশি জায়গায় কোন গুণের কথা কুরআনে বলা হয়নি।

ইহ্সানের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব ঃ

আরবী ইহ্সান শব্দটির আভিধানিক অর্থ সুন্দর ব্যবহার করা, ভালভাবে কোন কাজ সম্পাদন করা, কারো কষ্ট লাঘব করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায়– আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তমরূপে ইবাদাত করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করাই হলো ইহ্সান। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ ـ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ـ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইহ্সানকারীরূপে আল্লাহ্র কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, সে তো মজবুত হাতল ধারণ করে, আর সমস্ত কাজের ফলাফল তো আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে। (সূরা লুকমান : ২২-২৩)

ইসলামী জীবন প্রাসাদের সর্বোচ্চ মঞ্জিল-সর্বোচ্চ পর্যায় হল ইহ্সান। আল্লাহ্, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মনের এমন গভীরতম ভালবাসা, দুশ্ছেদ্য বন্ধন ও আত্মহারা প্রেম পাগল ভাবধারাকে ইহ্সান বলে যা একজন মানুষকে 'ফানাফিল ইসলাম- ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গীত প্রাণ করে নিবে। তাকওয়া অর্থ আল্লাহ্র ভয়, যা আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে সরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আর ইহ্সানের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর প্রেম আল্লাহর ভালবাসা।

ইহ্সানের দু'টি স্তর আছে ঃ

১। আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দাহ্র ইহ্সান।

২। বান্দাহর সঙ্গে বান্দাহ্র ইহ্সান।

আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দাহ্র ইহ্সান ঃ

আল্লাহ্র ইবাদাত এমনভাবে করা যেন কেউ আল্লাহকে দেখে ইবাদাত করছে। অর্থাৎ ইবাদাতকারী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্রই ইবাদাত করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ۔

অর্থ : তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর তুমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন। (মুসলিম)

বান্দাহ্‌র প্রতি বান্দাহ্‌র ইহ্‌সান ঃ

মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্মে, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনে পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইহ্‌সান হলো– মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করা। হযরত মুয়ায ইবনু জাবাল (রা:) থেকে বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা:) বলেছেন ঃ "তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য অপছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা অপছন্দ কর।" (মাজহারী)

* রাসূলুল্লাহ্‌ (সা:) ইরশাদ করেছেন "প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে অন্য মুসলিমকে তার জবান ও হাত থেকে নিরাপদ রাখে।" অর্থাৎ, সে কোনভাবেই অন্যকে কষ্ট দেয়না।

আব্দুল্লাহ্‌ ইবন্‌ আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন, সেই মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ.....। (বুখারী মুসলিম)

কুরআন মাজীদে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, দুস্থ, মুসাফিরদের প্রতি ইহ্‌সান তথা সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ۔

অর্থ ঃ এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফিরের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা নিসা-৩৬)

শুধু মানুষই নয়, প্রাণী, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ ইত্যাদির প্রতিও ইহ্‌সান করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা:) ইরশাদ করেছেন-

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔

অর্থ: তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে, তাহলে আসমানের অধিপতি আল্লাহ্ও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী)

মানব জীবনে ইহ্সানের গুরুত্ব ঃ

মানব চরিত্রের অমূল্য সম্পদ হলো ইহ্সান। মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা ইহ্সানই দান করেছে। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় জীবনে ইহ্সানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইহ্সানকারীদের সঙ্গে আছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ۔

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহ্সানকারীদের সাথে আছেন। (সূরা আনকাবূত : ৬৯)

ইহ্সানের মতো মহৎ গুণ ছাড়া প্রকৃত মু'মিন হওয়া যায় না। কারণ, ঈমানের বিভিন্ন আহ্কাম ও আমল সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইহ্সান অপরিহার্য। বিশেষতঃ মনের একান্ত একাগ্রতা নিয়ে আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁর ইবাদাত করার জন্য ইহ্সান জরুরী। আর যারা এভাবে ইবাদাত করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। ঋণ গ্রহণের পর দাতার শর্তানুযায়ী সঠিক সময়ে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করাও ইহ্সান। শুধু তাই নয়, ঋণদাতা যদি ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দিয়ে ঋণ পরিশোধে সহায়তা করেন অথবা ক্ষমা করে দেন সেটিও ইহ্সানের অন্তর্ভূক্ত।

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ইরশাদ করেছেন ঃ "এক ব্যক্তি লোকদের ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিও। হয়তো এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূলূল্লাহ্ (সা:) বললেন, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহ্র কাছে পৌঁছলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।" (বুখারী, মুসলিম)।

আবু ক্বাতাদা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দিন, সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়।" (মুসলিম)

ইহ্সানের মাধ্যমেই মানুষের মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইহ্সানই মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও ভালবাসা লাভে সাহায্য করে। কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔

কানা নিবারণ বলল, ঘরে না আইসা উপায় কি? বাইরে ঝড় তুফান!

নাজিম বড়ই গম্ভীর হয়ে পড়লেন। থেমে থেমে বললেন, 'তুমি গান বন্ধ করলা কেন নিবারণ?'

কানা নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু করল,

"দুধের বরণ সাদা সাদা কালা দিঘির জল
তাহার মনের গুপ্ত কথা আমারে তুই বল।"

মনটা উদাস হয়ে গেল মতি মিয়ার। শরিফা বা আমিন ডাক্তার কারোর কথাই মনে রইল না। কন্যার মনের গুপ্ত কথাটির জন্যে তারো মন কাঁদতে লাগল। আহা এত সুন্দর গান কানা নিবারণ কি করে গায়? কি গলা!

গান থামল অনেক রাতে। ততক্ষণে মেঘ কেটে আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতায় চক চক করছে জ্যোৎস্না। মতি মিয়া উঠানে নেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না এমন অদ্ভুত লাগে। বিড়ি টানতে টানতে নিবারণ বাইরে আসতেই মতি মিয়া বলল, কেমন চাঁদনি রাইত দেখছেননি নিবারণ ভাই?

'চাঁদনি রাইত' নিবারণকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। বিড়িতে টান দিয়ে সে প্রচুর কাশতে লাগল। কাশির বেগ কমে আসতেই গম্ভীর হয়ে বলল, বাড়িত যান মতি ভাই, রাইত মেলা হইছে।

আর 'গাওনা' হইত না?

নাহ আইজ শেষ। ওখন বেশি গাই না। বুকের মধ্যে দরদ হয়।

ডাক্তার দেখান নিবারণ ভাই।

নিবারণ বিরক্ত মুখে এক দলা থুথু ফেলে, চোখ কুঁচকে বলল, বাড়িতে যান। আমার ডাক্তার লাগে না।

রাস্তায় নেমেই মতি মিয়া লক্ষ্য করল– আবার মেঘ করেছে।

দক্ষিণ দিকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চৌধুরীবাড়ির কাছাকাছি আসতেই দুই পহরের শেয়াল ডাকল। এতটা রাত হয়েছে না কি? চারদিক নিশুথি। চাঁদ মেঘের আড়ালে পড়ায় ঘুটঘুটি অন্ধকার। গা ছমছম করে।

কেডা মতি নাকি?

মতি মিয়া চমকে দেখে ছোট চৌধুরী। উঠোনে জলচৌকি পেতে খালি গায়ে বসে আছেন। ইনার মাথা পুরোপুরি খারাপ। গত বৎসর কৈবর্ত পাড়ার একটা ছেলেকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।

কে একটা কথা কয় না যে? মতি না কি?

জি।

এত রাইতে কই যাও?

বাড়িত যাই।

তোমার বড় পুলাডা তোমারে খুঁজতেছে। তোমার বৌয়ের অবস্থা বেশি বালা না। নীলগঞ্জে নেওন লাগবো।